যুগান্তর

তারিখ 29 NOV 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাবির চারুকলার ভর্তি পরীক্ষায় অনিয়ম

ভিসির কাছে ১১ শিক্ষকের অভিযোগ

সালাহউদ্দিন সোহাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে আবারও অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত 'ক' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার পর এবার অনিয়মের অভিযোগ উঠল চারুকলা অনুষদভুক্ত 'চ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে। চারুকলা অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের ১১ জন শিক্ষক নিয়ম ভঙ্গ করে মনগড়া ভর্তি পরীক্ষার কমিটি গঠন ও খাতা মূল্যায়নে বিশেষ নম্বর প্রদানসহ কয়েকটি ইস্যুতে এ অভিযোগ তুলেছেন। অনুষদের এসব শিক্ষক অনিয়মতান্ত্রিক উপায়ে গঠিত ভর্তি পরীক্ষার কমিটি বাতিল করে নতুন কমিটির মাধ্যমে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে ফল প্রকাশের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ও ওই অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মতসুব আলীর কাছে লিখিত আবেদন জানিয়েছেন। যে ১১ জন শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির কাছে লিখিত এসব অভিযোগ দিয়েছেন তাদের মধ্যে দুটি বিভাগের চেয়ারম্যানও রয়েছেন। আর বাকি নয়জন বিভিন্ন বিভাগের সম্মানিত শিক্ষক।

জানা গেছে, ১৬ নভেম্বর চারুকলা অনুষদের ৮টি বিভাগে অনার্স প্রথম বর্ষে শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষদের শিক্ষকরা অনুষ্ঠিত ভর্তি পরীক্ষার জন্য গঠিত কমিটি ও নম্বর প্রদানের পদ্ধতি নিয়ে অভিযোগ তুলেছেন। তারা অভিযোগ পত্রে খাতা মূল্যায়নে অস্বচ্ছতা ও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলেছেন। সূত্র জানিয়েছে, নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট অনুষদের অধীনে ভর্তি পরীক্ষা নেয়ার জন্য বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যানদের সঙ্গে পরামর্শ করেই একটি কমিটি গঠন করতে হয়। কিন্তু চারুকলা অনুষদের ভর্তি পরীক্ষার জন্য কমিটি গঠন করা হলেও কোন বিভাগীয় প্রধানদের সঙ্গে পরামর্শ করা হয়নি বলে অভিযুক্ত অনুষদের শিক্ষকদের অভিযোগ। এ ছাড়া কোন বিভাগে কতজন শিক্ষার্থী ভর্তি হবে, ভর্তি নিয়মে কোন পরিবর্তন আসবে কিনা এসব বিষয়েও কোন সভা ও আলোচনা হয়নি বলে জানান শিক্ষকরা। নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক শিক্ষক বলেন, ডিনের পছন্দমই তথাকথিত ভর্তি পরীক্ষা কমিটিতে পরীক্ষাবিষয়ক কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত হয়নি। এমনকি ওই কমিটির সদস্যদের মধ্যে মতভেদ লক্ষ্য করা গেছে। তিনি বলেন, পরীক্ষার ব্যবহারিক খাতা মূল্যায়নে হয়েছে চরম অরাজকতা। খাতা মূল্যায়নের জন্য কয়েক গ্রুপে ভাগ করে দেওয়া শিক্ষকদের দেয়া হয়েছে নানা নির্দেশনা। প্রশ্নপত্রে ড্রইংয়ে আলোচ্ছায়া দেখানোর দরকার নেই উল্লেখ থাকলেও তাতে নম্বর দেয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও ব্যবহারিকের খাতায় সর্বনিম্ন ১০ নম্বর প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়। কোন গ্রুপে আবার এমন কোন নির্দেশনা দেওয়া হয়নি। তাই সর্বনিম্ন নম্বর প্রদানে হয়েছে পরিমিল। যার ফলে যে পরীক্ষার্থী শূন্য বা প্রায় শূন্য খাতা জমা দিয়েছে তাকেও ১০ নম্বর দেয়ায় সন্দেহ শুরু হয়েছে।

শিক্ষকদের অভিযোগ অস্বীকার করে চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মতসুব আলী বলেন, যারা এ ধরনের অভিযোগ করছে তাদের কোন ভিত্তি নেই। তারা মূলত পরিস্থিতি ঘোলাটে করার জন্যই এমনটি করেছে। তিনি বলেন, গত দুটি ভর্তি পরীক্ষা তিনি অনেক সুনামের সঙ্গে নিয়েছেন। তাই একটি অংশ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এ অপপ্রচার চালাচ্ছে। আসল কথা হচ্ছে, যারা চারুকলার ভালো চায় না, তারাই এ ধরনের মিথ্যা ছড়ায়।